সমকাল

তারিখ ... 19 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

পিটিয়ে কিশোর হত্যা, মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ

সেই দুই ছাত্রলীগ নেতা 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত

আরজু মিয়া

আজিবর শেখ

■ সমকাল প্রতিবেদক ও মাগুরা প্রতিনিধি

ঢাকা ও মাগুরায় পৃথক ঘটনায় 'বন্দুকযুদ্ধে' ছাত্রলীগের দুই নেতা নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার ভোরে পুরান ঢাকার হাজারীবাগে র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন হাজারীবাগ থানা ছাত্রলীগের সভাপতি মো. আরজু মিয়া। ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

সেই দুই ছাত্রলীগ নেতা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

সোমবার গভীর রাতে মাগুরা শহরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন পৌর ছাত্রলীগের সাবেক নেতা মেহেদী হাসান আজিবর ওরফে আজিবর শেখ। সরকারি দলের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগের দুই নেতা 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে সরকার অপরাধীদের প্রতি কঠিন বার্তা দিল বলে মনে করছেন অনেকে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, রাজনৈতিক পরিচয়ে কোনো অপরাধীকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

অনেকে বলছেন, বিভিন্ন সময় দাগি সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা গেলেও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা বিরল। সিলেট, মাগুরা, রাজধানীতে পরপর কয়েকজন শিশু-কিশোরকে নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যার পর সরকার যেন নড়েচড়ে বসল।

ছাত্রলীগ নেতা আরজু মোবাইল ফোন চুরির অভিযোগে ১৬ বছর বয়সী রাজা নামের এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত। অপরদিকে আজিবর মাগুরায় যুবলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় দায়ের মামলার অন্যতম আসামি।

সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় শিশু নির্যাতন ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে রাজধানীর হাজারীবাগে গত সোমবার বিকেলে চুরির অভিযোগে ছাত্রলীগ নেতা আরজু মিয়ার বিরুদ্ধে এক কিশোরকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠলে তোলপাড় শুরু হয়। হত্যাকাণ্ডের ১০ ঘণ্টার মাথায় বন্দুকযুদ্ধে মারা গেলেন তিনি। মাগুরার ঘটনার ২৫ দিনের মাথায় বন্দুকযুদ্ধে নিহত হলেন অন্যতম আসামি আজিবর।

এদিকে রাজা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সোমবার মধ্যরাতে হাজারীবাগ থানায় নিহতের বোন বাদী হয়ে ১৪ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেছেন। গতকাল সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে রাজার মরদেহ হাজারীবাগের গণকটুলিতে নেওয়া হয়। বিকেলে ময়নাতদন্ত শেষে আরজুর মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

র‍্যাব-২-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাসুদ রানা সমকালকে বলেন, সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আরজুকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিশোর রাজাকে পেটানোর কথা স্বীকার করেন তিনি। ওই ঘটনায় জড়িত আরও কয়েকজনের নাম ও তাদের অবস্থান জানান। এর পরই র‍্যাব সদস্যরা তাকে নিয়ে হাজারীবাগের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপর আসামিদের গ্রেফতারে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে আরজু জানান, বেড়িবাঁধ এলাকায় তার সহযোগীরা অবস্থান করতে পারে। রাত সাড়ে ৩টার দিকে তাকে নিয়ে ওই এলাকায় অভিযানে যেতেই বেড়িবাঁধের বড়াইখালি এলাকায় আরজুর সহযোগীরা র‍্যাবের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। র‍্যাব সদস্যরা আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি ছোড়েন। ওই সময় আরজু দৌড়ে পালানোর সময় গোলাগুলির মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হন। খবর পেয়ে হাজারীবাগ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গুলিবিদ্ধ আরজুকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

র‍্যাবের এই কর্মকর্তা জানান, বন্দুকযুদ্ধের পর ঘটনাস্থল থেকে দুটি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও গুলির কয়েক রাউন্ড খোসা উদ্ধার করা হয়। রাজা হত্যা মামলায় অভিযুক্ত অপর আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

অবশ্য নিহত আরজুর ভাই মাসুদ রানা দাবি করেছেন, তার ভাই রাজনীতির শিকার। রাজাকে পেটানোর ঘটনায় তার ভাই জড়িত ছিল না। জড়িত থাকলেও তাকে আটক করে রিমান্ডে নেওয়া যেত। তা না করে আরজুকে 'ক্রসফায়ারে' দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মাসুদ।

এদিকে হাজারীবাগ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) খন্দকার মোহাম্মদ আলী সমকালকে জানান, রাজার বোনের দায়ের করা মামলায় আরজু প্রধান আসামি ছিলেন। অন্য আসামিরা হলেন– মনিরুজ্জামান মনির, সাগর আহমেদ সানি, সুমন হোসেন শামীম, এস কে বাবু, ফয়সাল খান, সোবহান, হৃদয়, মনির, প্রভাত, হিরা, মিঠু, মামুন ও সুজিত। মামলায় অজ্ঞাত পরিচয় আরও ৪ থেকে ৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। যারা সবাই স্থানীয়ভাবে আরজুর অনুসারী। এর মধ্যে সোমবার রাতেই এজাহারভুক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

রোববার রাতে আরজুর গণকটুলী লেনের বাসা থেকে মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ চুরি হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরের দিন সকালে ওই ঘটনায় তিনি ও তার লোকজন একই এলাকার বাবুল মিয়ার ছোট ছেলে রাজাকে বাসায় ডেকে নিয়ে মারধর করে। ওই দিন বিকেলে মুমূর্ষু অবস্থায় রাজাকে তার বাসার সামনে ফেলে রাখা হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ : মাগুরায় বন্দুকযুদ্ধে আসামি আজিবর নিহত

মাগুরা প্রতিনিধি জানান, গত ২৯ জুলাই মাগুরায় ক্ষমতাসীন দলের দুই গ্রুপের সহিংসতায় মাতৃগর্ভে শিশু গুলিবিদ্ধ এবং একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় দায়ের করা মামলার ৩ নম্বর আসামি মেহেদী হাসান আজিবর ওরফে আজিবর শেখ পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ১টার দিকে শহরের দোয়ারপাড় এতিমখানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে দুটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত আজিবর দোয়ারপাড় এলাকার আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুল মালেকের ছেলে। তিনি নিজেও পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ছিলেন। গতকাল ময়নাতদন্ত শেষে আজিবরের মরদেহ পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মাগুরার পুলিশ সুপার একেএম এহসান উল্লাহ জানান, একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ দোয়ারপাড় এতিমখানা এলাকায় অবস্থান করছে– এমন খবরে সোমবার রাত সোয়া ১২টার দিকে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালায়। ওই সময় সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। সন্ত্রাসীরা এক পর্যায়ে পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থলে এক যুবককে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে আজিবর বলে শনাক্ত করে।

পুলিশ সুপার জানান, মায়ের পেটে শিশু গুলিবিদ্ধের ঘটনায় দায়ের মামলার আসামি ছাড়াও আজিবর বিভিন্ন ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

আজিবরের মা রূপবান বেগম ও স্ত্রী হিরা বেগম দাবি করেন, আজিবর কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল না। ঠিকাদারি কাজ করে সংসার চালাত। নেংরা রাজনীতির শিকার হয়ে তাকে জীবন দিতে হয়েছে। তারা এর বিচার দাবি করেন।

অবশ্য জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ কুণ্ডু আজিবরের পরিবারের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মাগুরা শহরের দোয়ারপাড়ে যে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই। চাঁদাবাজি, মাদক, এলাকার আধিপত্য ও ব্যক্তিগত বিরোধ নিয়ে এ সংঘাতের সৃষ্টি।

এদিকে ওই মামলার প্রধান আসামি জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি সেন সুমনের ৭ দিনের রিমান্ড চলছে। বর্তমানে সে মাগুরা ডিবি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। এ পর্যন্ত মামলার ১৬ আসামির মধ্যে ডিবি পুলিশ ৯ আসামিকে গ্রেফতার করেছে। আজিবর বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার পর এখনও ৬ জন পলাতক রয়েছে।